পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরে

বিসমিল্লাহীর্ রহমানির্ রহীম,

সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্সালামু আলাইকুম,
ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর ৩২ বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ, অঞ্চল এক দুর্যোগকালীন সময় অতিক্রম করছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিধি মেনে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বছর ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ এর আয়োজন করেছি। সময় করে এ মহতী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ায় আপনাদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন। পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের কর্মকান্ড, নিরীক্ষিত হিসাব ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলীযুক্ত কোম্পানীর বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দ বোধ করছি। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে আপনাদের কোম্পানী বিগত বছরগুলির ন্যায় ব্যবসা ও নীট মুনাফা এ বছরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি আপনাদের অব্যাহত সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় কোম্পানী উত্তরোত্তর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হবে।

কোম্পানী সম্পর্কিত তথ্য ঃ

১৯৮৭ সনের ১১ নভেম্বর ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ ৩.০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয়। একই সনের ১৭ নভেম্বর বীমা অধিদপ্তর থেকে সাধারণ বীমা ব্যবসার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় এবং ২০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৫ সনে পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ৬.০০ কোটি টাকায় এবং পরবর্তিতে মূলধন আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বোনাস, রাইটস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ৬৭.৬৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের পৃষ্ঠপোষকতা, আন্তরিক সহযোগিতা এবং কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ৩৩ বছরে কোম্পানী বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিকুল অবস্থা, অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারনে এবং বিপুল পরিমান অংকের দাবী পরিশোধ সত্বেও ধাপে ধাপে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ্তায়ালার অশেষ রহমতে এবং আপনাদের সবার আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছবোই।

ব্যবসার পরিবেশ ও ভবিষ্যত প্রত্যাশা ঃ

বিশ্ব অর্থনীতির নীতিনির্ধারকরা বিশেষতঃ পশ্চিমা ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলো ধীরে ধীরে তাঁদের অর্থনীতির শ্লথ গতিশীলতা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান পতনশীলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৯ সনে বিশ্ব প্রবৃদ্ধি ২.৯ শতাংশে অর্জিত হয়েছে। দীর্ঘ ৫ বছর পর ২০১৯ সনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনা ভাইরাস আতঙ্ক বিশ্ব অর্থনীতিকে আবারো মন্থর করে দিচ্ছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থা (ডব্লিউইওর) আশঙ্কা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্ব অর্থনীতি মহামন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষেত্রটি উপমহাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম। বাংলাদেশ সুসংহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অনুপ্রবেশের চাপ থাকা সত্ত্বেও সুষম রাজস্ব নীতি, অধিকতর সরকারি ও বেসরকারী বিনিয়োগ এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ২০১৯ সনে জিডিপি ৮.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা ২০১৮ সনের ৭.৯ শতাংশের তুলনায় বেশী। মূলত এই প্রবৃদ্ধি শিল্প, কৃষি ও সেবা খাতসমূহের কার্যক্রম দ্বারা চালিত। মূল খাতগুলি হিসাবে, শিল্প পরিষেবা ও কৃষি কাজ যথাক্রমে ১২.১, ৬.৪ এবং ৪.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উপাত্ত দেখিয়েছে যে বর্তমান বাজার মূল্যে জিডিপি ছিল ২০১৯ অর্থবছরের জন্য ২৫,৩৬১.৭০ বিলিয়ন টাকা যা আগের বছরের তুলনায় ১১.২৬ শতাংশ বেশী ছিল। একই সাথে মাথা পিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১৪৭,০৮৪ টাকা যা বিগত বছরে ছিল ১৪৩,৭৮৯ টাকা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ০৮ মার্চ ২০২০ সনে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। করোনা ভাইরাসের কারণে দুই মাসের অধিক সময় সাধারণ ছুটি থাকায় দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রায় নব্বই হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন খাতে প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির নির্ভশীলতার একটি দুর্লভ চরিত্র রয়েছে যার কারণে প্রতিকুল পরিবেশ যেমন বিধ্বংসী বন্যা, ঘুর্ণিঝড় এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তবে উল্লেখ্য যে বৈশ্বিক অর্থনীতির বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির তেমন একটা ক্ষতি না হলেও বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিকুল প্রভাব তথা মন্দা বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যকে; বিশেষ করে বস্ত্র এবং তৈরী পোশাক শিল্পখাতকে প্রভাবিত করেছে। যেমন রপ্তানী নির্ভর শিল্পসমূহ ক্রেতার আশানুরূপ সাড়া না পাওয়া বা বিশ্ব বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ব অর্থনীতি তথা গ্লোবাল ডিজাস্টার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। তবে অনুকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং সরকারী ব্যাপক সহযোগিতার জন্য কৃষি উৎপাদন দারুনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক লিগের টেবিল-২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে মাথা পিছু আয়ের ক্ষেত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে বেশ উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন আসবে। এই বছর, ১৩৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪০তম এবং ২০৩০ সনে ২৫তম স্থানে উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে বেলজিয়ামের অধীনে লন্ডন ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যবসা গবেষণা কেন্দ্রের (সিইবিআর) প্রকাশিত ওয়েল্টর সর্বশেষ সংস্করণটিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক পূর্বাভাস। এই সিইবিআর আরো পূর্বাভাস দিয়েছে যে পরবর্তী নয় বছরে বাংলাদেশের এই চিত্তাকর্ষক হার অব্যাহত থাকবে, যা বাংলাদেশকে ওয়েলট-এর ৪০তম স্থান থেকে ২০৩০ সনের মধ্যে ২৫তম স্থানে নিয়ে আসবে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাস প্রায় শতবর্ষের। বর্তমানে সরকারী সাধারণ বীমা কর্পোরেশনসহ নন-লাইফ বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৬টি। গত ৪৩ বছরে বাংলাদেশের বীমা শিল্প অনেক চড়াই উতরাই পার করে পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরগুলির মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের বীমা শিল্পের স্থির উন্নয়ন (৪%) যা মোট জিডিপির ০.৫৭% মাত্র। স্বল্প বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিম্নগতি, বিশেষত নন-লাইফ বীমা ব্যবসা সম্প্রসারণের নিম্নগামী ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে সরকার ও বিভিন্ন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা মুজিববর্ষ ও এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বীমা শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ব্যবসা পর্যালোচনা ঃ

নন-লাইফ বীমা ব্যবসা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিল্প-কারখানার উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর। এছাড়াও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জীবনযাত্রার মানন্নোয়ন ও কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগি হয়। বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল যা এ শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যত পূর্ববর্তী বছর থেকে নিম্নগামী করে রেখেছে। তবে আশার কথা এই যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এই শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু বাস্তবমুখি পরিকল্পনা ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন ও বীমা কোম্পানীগুলি সহায়তা করছেন। ইতিমধ্যে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ণ শুরু হওয়ার ফলে বীমা শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আপনাদের কোম্পানী ২০১৯ সনে মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ৬১৩.৩৯ মিলিয়ন যা ২০১৮ সনে ছিল ৫১১.৭৮ মিলিয়ন। গত বছরের তুলনায় প্রিমিয়াম ১৯.৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পাওয়ায় অবলিখন মুনাফা ২০১৯ সনে ১০৪.৪৬ মিলিয়ন টাকা অর্জন করেছে।

অগ্নি বীমা ব্যবসা ঃ

কোম্পানী ২০১৯ সনে অগ্নি বীমা ব্যবসা থেকে মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে ২৯৪.৬৩ মিলিয়ন যা ২০১৮ সনে ছিল ২১৩.৫২ মিলিয়ন। পুনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর কোম্পানী ২০১৯ সনে নীট প্রিমিয়াম আয় করেছে ১২৮.৭৭ মিলিয়ন টাকা। অগ্নি বীমাতে ২০১৯ সনে অবলিখন লাভ হয়েছে ২৬.৩১ মিলিয়ন টাকা, ২০১৮ সনের তুলনায় এ বছর অবলিখন মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নৌ কার্গো ও নৌ হাল ব্যবসা ঃ

নৌ কার্গো ও হাল ব্যবসা থেকে কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম গত বছরের ১৬৩.৫৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সনে ১৮০.০৫ মিলিয়ন টাকায় উন্নিত হয়েছে। পুনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর নৌ কার্গো ও হাল বীমা থেকে ২০১৯ সনের নীট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ১১৩.১৭ মিলিয়ন টাকা। নীট বীমা দাবী পরিশোধের পর এ বছর অবলিখন মুনাফা হয়েছে ৩৭.৬২ মিলিয়ন টাকা যা ২০১৮ সনে ছিল ৪৮.৪৬ মিলিয়ন টাকা।

মটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসা ঃ

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ মটর বীমা থেকে ২০১৯ সনে ৭২.০০ মিলিয়ন টাকা মোট প্রিমিয়াম আয় করেছে যা গত বছর ছিল ৬৯.০৫ মিলিয়ন টাকা। পুনঃ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর মটর বীমা ব্যবসায় নীট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৬৮.৯৭ মিলিয়ন টাকা। নীট বীমা দাবী পরিশোধের পর এ বছর অবলিখন মুনাফা হয়েছে ২৫.৯৯ মিলিয়ন টাকা। গত বছর যা ছিল ২৬.৬৩ মিলিয়ন টাকা।

বিবিধ বীমা ব্যবসা থেকে ২০১৯ সনে মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৬৬.৭০ মিলিয়ন টাকা যা গত বছর ছিল ৬৫.৬৩ মিলিয়ন টাকা। এই বছর ১.০৭ মিলিয়ন টাকা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পাওয়ায় মুনাফা হয়েছে ১৪.৫৪ মিলিয়ন টাকা, ২০১৮ সনে যা ছিল ১৩.৮৯ মিলিয়ন টাকা। গত বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধি ৪.৬৮%।

ক্রেডিট রেটিং ঃ

২০০৭ সনে প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ক্রেডিট রেটিং বাধ্যতামূলক করার পর আমরা সন্তোষজনক রেটিং অর্জন করে আসছি। ২০১৮ সনের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এণ্ড সার্ভিসেস লিমিটেড কোম্পানীর ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি, বীমা দাবী পরিশোধের আর্থিক সক্ষমতা, বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছলতা, বিনিয়োগ, তারল্য, আইটি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিবেচনা করে ২০১৯ সনের জন্য 'এ' ক্যাটাগরীতে রেটিং করেছে।

মানব সম্পদ ঃ

আমরা বিশ্বাস করি ব্যবহারিক দক্ষতা ও গুনাবলী হচ্ছে গুনগত মানসম্পন্ন কাজের অন্যতম শর্ত। শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া যায় না। ভাল কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে পেশাগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে ফেডারেল ইনস্যুরেন্স তার কর্মীদের "কর্মকালীন প্রশিক্ষন" এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে। আমরা আমাদের কর্মীদের গুনগত মান উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয় যাতে করে তারা ভবিষ্যতে দক্ষতার সাথে কোম্পানীর কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে।

শাখা নেটওয়ার্ক ঃ

আমরা সারা দেশব্যাপী সর্বমোট ৩০টি শাখার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছি এবং প্রয়োজনীয় জনবল প্রদান করেছি। আমরা ভালো স্থানে আরো নতুন শাখা খোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে আমরা বাজারে আমাদের সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের বীমা সেবা জনগণের জন্য সহজলভ্য করতে চাই।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং আর্থিক বিবরণীর উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ আপনাদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে,

(ক) কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং সংযুক্ত টিকাসমূহ কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বীমা আইন ১৯৩৮ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৮৭ অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে। এ বিবরণীসমূহ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, সমাপ্ত বছরের কার্যক্রমের ফলাফল এবং নগদ অর্থ প্রবাহের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলন করে।

(খ) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত কিছু সংখ্যক পরামর্শের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

(১) বকেয়া প্রিমিয়াম, অন্যান্য অগ্রিম এবং ডিপোজিট ও প্রি-পেমেন্টস্ এর খাতগুলি বিগত কয়েক বৎসর স্থির থাকলেও বর্তমান বৎসরে তা সমন্বয় প্রক্রিয়া চলছে।

(২) কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর/পদত্যাগের পর কোম্পানী চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি পরিশোধ করে আসছে। তথাপি নিরীক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী এই খাতে বর্তমান বৎসর হতে প্রভিশন করা শুরু হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী W P P F খাতে ২০২০ সনের হিসাবে Profit হওয়া সাপেক্ষে সংস্থান রাখা হবে।

(৪) প্রতি বৎসর নিয়মানুযায়ী কোম্পানীর আয়কর রিটার্ণ জমা দেওয়া হয়। আয়কর এসেসম্যান্ট জটিল বিষয় হওয়ায় এবং আইনি প্রক্রিয়ার কারণে এখনো চুড়ান্ত আয়কর নির্ধারন করা হয়নি। তবে এই বিষয়টি অতিসত্তর সমাধা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(গ) কোম্পানীর প্রয়োজনীয় হিসাব বহিসমূহ সঠিকভাবে তৈরী করা হয়েছে।

(ঘ) আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীতে সঠিক হিসাব নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ব্যত্যয়সমূহ প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাবের অনুমানসমূহ যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথভাবে করা হয়েছে।

(ঙ) আন্তর্জাতিক হিসাবমানসমূহ যা বাংলাদেশে প্রযোজ্য সে অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

(চ) অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা স্বচ্ছভাবে প্রণীত। যার প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষন সুন্দরভাবে পালন করা হচ্ছে।

(ছ) চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানীর সক্ষমতায় কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।

(জ) নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে গৃহীত বিনিয়োগ স্বার্থ পরিপন্থি সিদ্ধান্ত থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ সুরক্ষিত।

(ঝ) অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসেবে কোন প্রকার বোনাস শেয়ার বা স্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি।

(ঞ) প্রতিবেদনকালীন সময়ে কোন অস্বাভাবিক কার্যক্রম সংগঠিত হয়নি।

(ট) গত বছরের কার্যক্রমের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিচ্যুতি নাই।

বোর্ড সভার উপস্থিতি ঃ

বোর্ড সভার সংখ্যা এবং পরিচালকদের উপস্থিতি কর্পোরেট গভার্ন্যান্স এর সংযুক্তির সাথে দেখানো হলো।

শেয়ারহোল্ডিং ধরণ ঃ

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (XXIII) অনুযায়ী কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডিং এর ধরন সংযুক্তি হিসাবে দেয়া হলো।

আর্থিক তথ্যসমূহ ঃ

কোম্পানীর বিগত ৫ বছরের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও অন্যান্য তথ্যসমূহ আর্থিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

কোম্পানীর পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আর্থিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সম্পর্কিত পক্ষসমূহের লেনদেন ঃ

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (VI) অনুযায়ী সম্পর্কিত পক্ষসমূহের লেনদেন আর্থিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ঃ

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার প্রতিবেদন ঃ

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৫ (VII) অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এর প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

নমিনেশন এণ্ড রিমিউনারেশন কমিটি(এনআরসি) ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ১.৬ অনুযায়ী নমিনেশন এণ্ড রিমিউনারেশন কমিটি গঠন করা হয়। কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের ২ জন নিরপেক্ষ পরিচালক এবং ২ জন উদ্যোক্তা পরিচালক এর সমন্বয়ে পরিচালক পরিষদের নমিনেশন এণ্ড রিমিউনারেশন কমিটি গঠন করা হয়। নিরপেক্ষ পরিচালক জনাব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন জনাব এনামুল হক, চেয়ারম্যান, পরিচালক পরিষদ, আলহাজ্ব মোঃ আবদুল খালেক, চেয়ারম্যান, নির্বাহী কমিটি এবং জনাব মোঃ দিদারুল আনোয়ার, চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি (নিরপেক্ষ পরিচালক), সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছেন কোম্পানী সচিব। এনআরসি পরিচালক পরিষদের সদস্য ও উর্ধতন কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, স্বতন্ত্রতা বিচারের সুপারিশ নীতি ও তাঁদের কার্য পরিধি এবং সেলামী নির্ধারণ করতে রোর্ডকে সহযোগিতা করে। ২০১৯ সনে এনআরসির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর নিরীক্ষা ৯ (ও) অনুযায়ী কোম্পানীর কর্পোরেট গভার্নেস পরিপালনের সনদ প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হলো।

সামাজিক দায়বদ্ধতা (কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি) ঃ

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) বা সামাজিক দায়বদ্ধতা এর আওতা ক্ষুদ্র পরিসরে অব্যাহত রেখেছে। পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্তক্রমে কোম্পানীর আর্থিকভাবে অসচ্ছল স্টাফ বা অন্যান্য ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রনয়নের মাধ্যমে কর্মকান্ড শুরু হয়েছে।

* বিগত বছরে বিভিন্ন মন্ত্রনালয় কর্তৃক বিশেষ বিশেষ দিবস পালন উপলক্ষ্যে প্রচারে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছে।
* বিভিন্ন শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠানে অথবা প্রকাশনায় আর্থিকভাবে অথবা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছে।
* বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

মুনাফা ও লভ্যাংশ ঃ

বছরের শুরুর দিকে বীমা শিল্পে অনভিপ্রেত কার্যক্রম চর্চার প্রভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মুনাফাতে তার প্রভাব পড়ছে। তাছাড়া নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের ন্যায় ২০১৯ সনেও বিপুল পরিমান বীমা দাবী পরিশোধ সত্ত্বেও কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কোম্পানীর তারল্যে বেশ প্রভাব পড়েছে এবং কোম্পানী ২০১৯ সনে ৬৪.১৩ মিলিয়ন টাকা করপূর্ব নীট মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছে। মুনাফা থেকে ১৮.৬১ মিলিয়ন টাকা আয়কর প্রভিশন করা হয়েছে এবং ১১.০০ মিলিয়ন টাকা ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতির জন্য রিজার্ভ করা হয়েছে। কোম্পানীর লভ্যাংশ কম হওয়া সত্ত্বেও লভ্যাংশ প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে সকল শেয়ারহোল্ডারকে অর্থাৎ ৬৭,৬৫,৬৮,০৩০.০০ টাকা পরিশোধিত মূলধনের উপর ৫% নগদ ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য পরিচালক পরিষদ সুপারিশ করেছেন।

ব্যালেন্স শীট তারিখের পরবর্তী বিষয়াদি ঃ

আগামীতে বীমা কোম্পানীগুলোর প্রতিযোগিতা তীব্রতর হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা শিল্প বিকাশে সহায়ক। তবে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বীমা শিল্পের প্রতিযোগিতা আমাদের দেশে কাঙ্খিত পরিবেশ এবং নিয়মকানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুষ্ঠতা এবং আইনানুগতা নিশ্চিত করা না গেলে বীমা শিল্পের ভবিষ্যত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। সব কিছু বিবেচনায় রেখেই এই শিল্পের সুস্থ বিকাশে সহযোগিতা এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের স্বার্থ সংরক্ষণ করে উচ্চতর সেবা ও নৈতিকতার মাধ্যমে লাভজনকভাবে কোম্পানীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে আমরা বদ্ধপরিকর।

উল্লেখ্য, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রস্তুতকৃত ব্যালেন্স শীট এর পরবর্তী সময়ে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয়ের ধারা প্রায় একই আছে। বড় ধরণের কোন বিপর্যয় না হলে আগামীতে মুনাফা বৃদ্ধি আশা করা অত্যন্ত সংগত।

উদ্যোক্তা পরিচালকদের অবসরগ্রহন এবং পুণঃ নির্বাচন ঃ

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর ১১৪ নং আর্টিকেল অনুযায়ী নিম্নলিখিত উদ্যোক্তা পরিচালকগণ অবসর গ্রহণ করেন ঃ

১। জনাব ইলিয়াস সিদ্দিকী
২। বেগম খাদিজাতুল আনোয়ার, এমপি
৩। আলহাজ্ব ছবিরুল হক
৪। জনাব একেএম জিয়াউদ্দিন চৌধুরী

কোম্পানীর আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর ১১৬ নং আর্টিকেল অনুযায়ী উদ্যোক্তা পরিচালকগণ পুনরায় নির্বাচনের যোগ্য এবং তাঁরা সকলে পুণঃ নির্বাচনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কোম্পানীর নিরপেক্ষ পরিচালক নমিনেশন এণ্ড রিমিউনারেশন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গত ১৯.০১.২০১৭ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩.০৬.২০১৮ এর ১(২) ই অনুযায়ী তিনি অবসর গ্রহণ করেন। উপরোক্ত নোটিফিকেশন অনুযায়ী তিনি পরবর্তী এক মেয়াদের জন্য পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ তাঁকে আর এক মেয়াদের জন্য নিয়োগ দিতে আগ্রহী।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৯-১৯৩/২১৭/এডমিন/৯০ তারিখ গত ২১ মে ২০১৯ এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী নিরপেক্ষ পরিচালক ব্যতিত অন্যান্য পরিচালকগণের শেয়ারের পরিমান কমপক্ষে পরিশোধিত মুলধনের ২% ধারণ করতে হবে, ২% শেয়ার না থাকলে স্বাভাবিকভাবে পরিচালকের পদশূন্য হয়ে যাবে। বিষয়টি গত ১৩/১০/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পরিষদের সভায় আলোচনা হয়। পরিশোধিত মুলধনের ২% শেয়ার না থাকায় পরিচালক সর্বজনাব আহসানুল কবির সিদ্দিকী, তানভির নাওয়াজ, এস এম পারভেজ আলম, মনোয়ারা আহমেদ, হাসিনা বেগম ও রোখসানা ইয়াসমিন এর পরিচালক পদ বিএসইসি উক্ত নোটিফিকেশন অনুযায়ী শূণ্য হয়ে যায়। তাই পরিচালক পরিষদ পুণঃ গঠন প্রয়োজন হয়। কর্পোরেট গভার্ন্যান্স কোড ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালক পরিষদের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০ হতে পারবে তার মধ্যে এক-পঞ্চামাংশ নিরপেক্ষ পরিচালক হতে হবে। সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিফিকেশন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৯-১৯৩/২১৭/এডমিন/৯০ তারিখ গত ২১ মে ২০১৯ এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী শূন্য হয়ে যাওয়া পরিচালক পদে প্রয়োজনীয় ২% পরিশোধিত মূলধনের অধিক শেয়ার ধারণ এবং পরিচালক হিসেবে অন্যান্য যোগ্যতা থাকায় উক্ত সভায় ০১। বেগম হাসিনা বানু, ০২। জনাব জসিম উদ্দিন ও ০৩। জনাব আবরারুল হক কে পরিচালক মনোনীত করেছেন ২০/০২/২০২০ ও ২৪/০৮/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পরিষদের সভায় নিরপেক্ষ পরিচালক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব সফর রাজ হোসেনকে মনোনয়ন দেয়া হয়। ২৪/০৮/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পরিষদের সভায় শূণ্য পদে প্রয়োজনীয় ২% পরিশোধিত মূলধনের অধিক শেয়ার ধারণ এবং পরিচালক হিসেবে অন্যান্য যোগ্যতা থাকায় জনাব ফারাজ করিম চৌধুরীকে মনোনীত করা হয় একই সভায় নিরপেক্ষ পরিচালক এর শূণ্য পদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলামকে মনোনয়ন দেয়া হয়।

পরিচালক পরিষদ কর্তৃক মনোনিত পরিচালক বেগম হাসিনা বানু, জনাব জসিম উদ্দিন, জনাব আবরারুল হক ও জনাব ফারাজ করিম চৌধুরী এবং নিরপেক্ষ পরিচালক হিসেবে জনাব সফর রাজ হোসেন ও জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম কে কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের সদস্য হিসেবে অনুমোদনের সুপারিশ করছেন।

অডিটর নিয়োগ ঃ

(ক) কোম্পানীর ৩১ বার্ষিক সাধারণ সভায় চার্টার্ড একাউন্টেন্টস মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এণ্ড কোং, চাটার্ড একাউনটেন্টস, কে অডিটর নিয়োগ করা হয়। তাঁরা ২০২০ সনের জন্য পুণঃ নিয়োগ যোগ্য। তবে মেসার্স জি. কিবরিয়া এণ্ড কোং, চাটার্ড একাউনটেন্টস ২০২০ সনের কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির আবেদন করেছেন।

(খ) কোম্পানীর ৩১ বার্ষিক সাধারণ সভায় চার্টার্ড একাউন্টেন্টস মেসার্স শফিক বসাক এণ্ড কোং, চাটার্ড একাউনটেন্টস, কে কোম্পানীর কর্পোরেট গভার্ন্যান্স্ কমপ্লায়েনস্ নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। তাঁরা এ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পুণঃ নিয়োগের যোগ্য বিধায় ২০২০ সনের জন্য তাঁরা পুনঃ নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন।

কর্পোরেট গভর্ন্যান্যান্স্

ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেট গভর্ন্যান্যান্স্ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও যত্নশীল। বর্তমানে কর্পোরেট গভর্ন্যান্যান্স্ একটি সময়ের দাবী। এরমধ্যে দায়বদ্ধতা, তথ্য প্রকাশ, স্বচ্ছতা, ন্যায়বিচার সঠিকতা অন্তর্ভুক্ত। আমরা সর্বদা কর্পোরেট সুশাসনের এই বৈশিষ্টগুলি ধারন করি এবং আমাদের প্রতিযোগি, গ্রাহক ও নীতিনির্ধারকদের নিকট অনুরূপ প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৩ জুন ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি /২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর সুপারিশসমূহ কোম্পানীতে কার্যকর করা হচ্ছে/রয়েছে। উপরিল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের ৯ নং ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর কমপ্লায়েনস্ এর বিবরণী এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্টস এর রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

উপসংহার ঃ

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীকে অব্যাহত সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, রেজিষ্ট্রার অফ জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এণ্ড ফার্মস, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স একাডেমি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলী লিষ্টেড কোম্পানীজসহ সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষ সমুহকে পরিচালক পরিষদ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিচালক পরিষদ দেশের একমাত্র পুণ:বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে তাদের পরামর্শ সহযোগিতা এবং সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

পরিচালক পরিষদ কোম্পানীর সকল শুভাকাঙ্খী, বীমা গ্রহীতা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ কৃতজ্ঞতার সাথে রেকর্ডভূক্ত করছে এবং কোম্পানীর সম্মানীত বীমা গ্রহীতাকে উচ্চমান সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

পরিচালক পরিষদ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কোম্পানীর সকল উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকেও তাদের উৎকর্ষিত সেবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কোম্পানীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোম্পানীর উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিশেষে ফেডারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য নির্বাহী কমিটিসহ কোম্পানীর বিভিন্ন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যানবৃন্দ, কোম্পানীর ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরিচালকমন্ডলী এর নিরলস শ্রম এবং কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অব্যাহত সমর্থন, অকৃত্রিম সহযোগিতা এবং মূল্যবান পরামর্শ কোম্পানী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ সমর্থন-সহযোগিতা কামনা করছে।

আপনাদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায়।

আল্লাহ হাফেজ।

পরিচালক পরিষদের পক্ষে

এনামুল হক
চেয়ারম্যান